রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ২৯, ২০২৬

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কশিমন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৪ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৮.০১.০০০০.০১২.২০.০০৩.২৬.১০৪৭**—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিশনের ৪ জুন ২০২২ তারিখে আদেশের ধারাবাহিকতায়, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ বর্ণিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত গবেষণাকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এর আওতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পদ্ধতি সংবলিত নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা (Regulatory Guidelines) এ গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষণার ধরন, গবেষকের যোগ্যতা, গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান, বাছাই, মূল্যায়ন, অনুমোদন, অর্থ ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে বিধানাবলি অন্তর্ভুক্তি এবং তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২২" সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা "বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২৬" নামে অভিহিত হবে;

(২) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মূল্য : টাকা ৩০.০০

২। **সংজ্ঞার্থ**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে, এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকাতে—

(১) **"আর্থিক প্রতিবেদন"** অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুযায়ী অন্তর্বতীকালীন বা চূড়ান্ত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী বা লাভ ও লোকসান হিসাব, ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ, নগদ প্রবাহ বিবরণী, টীকা ও অপরাপর বিবরণী এবং ইহাদের উপর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি;

(২) **"এনার্জি"** অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২(খ) এ বর্ণিত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ;

(৩) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(৪) **"গবেষণা"** অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ বর্ণিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা এর আওতায় সম্পাদিত কোনো গবেষণাকার্য বা সমীক্ষা বা স্টাডি এবং উক্তরূপ গবেষণাকার্য বা সমীক্ষা বা স্টাডির প্রয়োজনে গৃহীত কোনো Piloting ও যার অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৫) **"গবেষক"** অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ কর্মরত এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো গবেষক;

(৬) **"গবেষণা প্রতিষ্ঠান"** অর্থ এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার বিধানাবলী সাপেক্ষে দীর্ঘকালীন গবেষণার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন গবেষক সংবলিত স্বীকৃত কোনো দেশি বা বিদেশি সরকারি বা বেসরকারি সাধারণ বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা উক্তরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ বা গবেষণা ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত কোনো সরকারি বা বেসরকারি বা বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান;

(৭) **"তহবিল" অর্থ** বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক ০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বরঃ ২০২২/০৯, ২০২২/১০, ২০২২/১১, ২০২২/১২, ২০২২/১৩, ২০২২/১৪ এর অধীন গঠিত বিইআরসি গবেষণা তহবিল (BERC Research Fund)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা

৩। **তহবিল গঠন**।—নিম্নবর্ণিত উপায়ে সংগৃহীত অর্থে বিইআরসি গবেষণা তহবিল গঠিত হবে, যথাঃ—

(ক) কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশ অনুযায়ী ভোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

(খ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(গ) কোনো দেশি বা বিদেশি উৎস হতে গবেষণা বিষয়ে প্রাপ্ত অনুদান।

৪। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি**।—(১) তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য কমিশন উহার একজন সদস্য-কে সভাপতি এবং কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ-কে সদস্য হিসেবে মনোনীত করে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি", অতপর "তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি" বলে উল্লিখিত, শিরোনামে সাধারণভাবে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে।

(২) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পাদন করবে, যথা:—

(ক) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা অনুযায়ী তহবিলের অর্থ জমা, হিসাবভুক্তকরণ, স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগ, তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ এবং তহবিল নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) তহবিলের অধীন গৃহীত গবেষণা কার্যক্রমের ব্যয় পরিশোধের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

(গ) প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর সভা করবে এবং দফা (ক) এ উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক কমিটির সমন্বিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে কমিশনে দাখিল করবে;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল বা গবেষণা বিষয়ক অন্য যে কোনো দায়িত্ব সম্পাদন করবে;

(ঙ) কমিশনের যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটিতে Co-opt করতে পারবে।

(৩) কমিশন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের সময় উক্ত কমিটির একজন সদস্যকে উহার সদস্য-সচিব হিসেবে মনোনীত করবে।

(৪) কমিশন বর্ণিত তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি সময়ে সময়ে পুনর্গঠন করতে পারবে।

৫। **তহবিলের অর্থ জমা, পরিচালনা, হিসাবভুক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা**।—(১) কমিশন কর্তৃক তহবিল পরিচালিত হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমতো, কমিশনের অনুমোদন ব্যতীত তহবিল থেকে কোনো অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

(২) কমিশন "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" নামে সরকারি কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি স্বতন্ত্র স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট (এসএনডি) বা অনুরূপ উপযুক্ত কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবে।

(৩) কমিশনের সচিব এবং কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে তহবিলে ভোক্তা প্রদত্ত অর্থ প্রত্যেক বিল মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তহবিলের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করবে।

(৫) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি তহবিলের অর্থ আর্থিক বিধি-বিধান অনুসারে কমিশনের অনুমোদনক্রমে উপযুক্ত তফসিলি ব্যাংকের স্থায়ী আমানত হিসাবে নিরাপদ জমা বা বিনিয়োগ করতে পারবে।

তবে শর্তে থাকে যে, এ তহবিলের অধীন গৃহীত গবেষণা কার্যক্রমের ব্যয় পরিশোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বিবেচনায় এলক্ষ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের স্থিতি সর্বদা বজায় রাখতে হবে।

(৬) তহবিলের বিপরীতে অর্জিত ব্যাংক মুনাফা উক্ত তহবিলেই জমা করতে হবে।

(৭) তহবিলের অর্থ এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের আওতায় কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট কার্যে ব্যয় করা যাবে।

৬। **তহবিলের মেয়াদ।**—কমিশনের ভিন্নতর কোনো আদেশ না হওয়া পর্যন্ত এ তহবিল অব্যাহত থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র বা পরিধি

৭। **গবেষণার পরিধি।**—(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ এ বর্ণিত কমিশনের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত বিষয় বা ক্ষেত্রসমূহে কমিশন কর্তৃক গবেষণা কার্য সম্পাদন, যথা:—

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ;

(ঘ) ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ এবং কাঙ্খিত মানের সেবা ভোক্তার নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও উহার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(ছ) সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) লাইসেন্সিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঝ) লাইসেন্সিদের মধ্যে এবং লাইসেন্সি ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা;

(ঞ) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিতকরণ;

(ট) জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত অভিঘাত ও এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ এবং জ্বালানি অনুসন্ধান ও উৎপাদনে লাগসই প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি নির্ণয়ে গবেষণা;

(ঠ) প্রাথমিক জ্বালানি অনুসন্ধান ও উৎপাদন বিষয়ে কারিগরি স্টাডি বা কেস স্টাডি;

(ড) দেশের জ্বালানি ব্যবস্থার Renovation ও Modernization বিষয়ক সমীক্ষা বা স্টাডি;

(ঢ) কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোক্তাদের বা গ্রাহকদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সমীক্ষা বা স্টাডি;

(ণ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর আওতায় নতুন প্রবিধানমালা বা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ ইত্যাদি প্রণয়নের বিষয়ে সমীক্ষা বা স্টাডি সম্পাদন বা গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফলের ভিত্তিতে নতুন প্রবিধানমালা ও কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ ইত্যাদি প্রণয়ন;

(২) Regulatory Impact Assessment (RIA) এবং Regulatory Audit সম্পাদন;

(৩) গবেষক নিয়োজিতকরণের নিমিত্ত গবেষণার কর্মপরিধি এবং অন্যান্য দলিলাদি প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত সরকারি বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান নিয়োজিতকরণ;

(৪) দেশে জ্বালানি বিষয়ে আগ্রহী গবেষক তৈরির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারিদের কমিশনে রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ প্রদান;

(৫) কমিশনের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশিয় এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ;

(৬) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত জ্বালানি সংক্রান্ত অন্য যেকোনো বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা বা স্টাডি সম্পাদন;

(৭) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জির ট্যারিফ নির্ধারণ এবং এনার্জির হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকার লক্ষ্যে এনার্জির প্রয়োজনীয় তথ্য বা পরিসংখ্যান সংগ্রহ, ডাটা ব্যাংক তৈরি এবং গবেষণার নিমিত্ত উপযুক্ত দেশিয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাবস্ক্রাইবার বা সদস্যপদ গ্রহণ;

(৮) গবেষণার প্রয়োজনে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর অধীন প্রযোজ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়;

(৯) দেশি উপযুক্ত কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা বিশেষায়িত কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশি উপযুক্ত কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কমিশনের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) অনুযায়ী গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন; এবং

(১০) এ তহবিল বা গবেষণা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণার বিষয় নির্ধারণ এবং কর্মপরিধি ও প্রাক্কলন প্রস্তুত

৮। **গবেষণার বিষয় নির্ধারণ**।—(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন,২০০৩ এর ধারা ২২ এ বর্ণিত কমিশনের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা সম্পাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(২) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত গবেষণার পরিধির আওতায় কমিশন গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয় এবং শিরোনাম নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

৯। **গবেষণার বিষয় নির্ধারণ কমিটি**।—(১) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭ এর আওতায় তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয় নির্ধারণের নিমিত্ত কমিশন উহার একজন সদস্য-কে সভাপতি, কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারি ও বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ২ (দুই) জন গবেষক বা বিশেষজ্ঞ-কে সদস্য হিসেবে মনোনীত করে "গবেষণার বিষয় নির্ধারণ কমিটি" শিরোনামে ৫ (পাঁচ) থেকে সাধারণভাবে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে।

(২) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পাদন করবে, যথাঃ—

(ক) এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত গবেষণার পরিধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয় বা শিরোনাম নির্ধারণ করবে, নির্ধারিত বিষয়সমূহের Scope of Work প্রস্তুত করবে এবং নির্ধারিত গবেষণা কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া সর্ম্পকে কমিশনের নিকট ষান্মাসিক ভিত্তিতে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(খ) প্রয়োজনে গবেষণার বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে লাইসেন্সি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট থেকে লিখিত অনুরোধের মাধ্যমে গবেষণার বিষয় আহ্বান করতে পারবে বা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও আগ্রহী ব্যক্তি, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তাদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয় আহ্বান করতে পারবে;

(গ) ন্যূনতম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি সভা করবে;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত গবেষণা বিষয়ক অন্য যে কোনো দায়িত্ব সম্পাদন করবে;

(ঙ) কমিশনের কোনো অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে এবং কমিশনকে অবহিতকরণপূর্বক কোনো বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে Co-opt করতে পারবে।

(৩) কমিশন গবেষণার বিষয় নির্ধারণ কমিটি গঠনের সময় উক্ত কমিটির একজন সদস্যকে উহার সদস্য-সচিব হিসেবে মনোনীত করবে।

(৪) কমিশন বর্ণিত গবেষণার বিষয় নির্ধারণ কমিটি সময়ে সময়ে পুনর্গঠন করতে পারবে।

১০। গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয় অনুমোদন।—(১) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণার ক্ষেত্র বা সুপারিশ সংবলিত গবেষণার বিষয়সমূহ, গবেষণা পরিকল্পনাসহ, অনুমোদনের নিমিত্ত কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং গবেষণা পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুমোদিত বা নির্ধারিত বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) কমিশন কর্তৃক, কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক, অনুচ্ছেদ ৭ এ উল্লিখিত গবেষণার পরিধি অনুযায়ী গবেষণার শিরোনাম ও বিষয় উন্মুক্ত রেখে গবেষণার শিরোনাম ও বিষয়সহ গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানপূর্বক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয় বাছাইপূর্বক এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক গবেষণা সম্পাদন করা যাবে।

(৩) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৯ এর উক্তরূপ বিধান সত্ত্বেও প্রয়োজনে, অনুচ্ছেদ ৭ এ উল্লিখিত গবেষণার পরিধি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক বিষয় নির্ধারণপূর্বক যে কোনো বিষয়ে এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক গবেষণা সম্পাদন করা যাবে।

১১। গবেষণার কর্মপরিধি, প্রাক্কলিত ব্যয় এবং অন্যান্য দলিলাদি প্রস্তুত।—(১) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষেত্র বা বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা সম্পাদনের নিমিত্ত গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের পূর্বে এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলী অনুযায়ী গবেষণার কর্মপরিধি ও প্রস্তাব দাখিলের সংশ্লিষ্ট ফরম্যাট, প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি এবং গবেষণার দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত করতে হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কর্মপরিধিসহ দলিলাদি এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুতের নিমিত্ত কমিশন অনধিক ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে "গবেষণার কর্মপরিধি ও দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন কমিটি", অতপর "কর্মপরিধি ও প্রাক্কলন কমিটি" বলে উল্লিখিত, শিরোনামে একটি কমিটি গঠন করবে। তবে প্রয়োজনে উক্ত কমিটিতে কমিশন বহির্ভূত কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত কর্মপরিধি ও প্রাক্কলন কমিটি ক্ষেত্র বা বিষয়ভিত্তিক গবেষণার কর্মপরিধি, গবেষণা প্রস্তাবনা (কারিগরি এবং আর্থিক) দাখিলের সংশ্লিষ্ট ফরম্যাটসমূহ এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রয়োজনে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণার দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত করবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এবং (৩) এর অধীন "কর্মপরিধি ও প্রাক্কলন কমিটি" কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিষয়ে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী অনুমোদন, সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২। সরকারি বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পবেষণার কর্মপরিধি ও অন্যান্য দলিলাদি প্রস্তুত।—(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর আওতায় তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য বা নির্ধারিত কোনো ক্ষেত্র বা বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের পূর্বে গবেষণার জন্য কর্মপরিধি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি প্রস্তুতের নিমিত্ত এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭(৩) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত সরকারি বা বিশেষায়িত কোনো প্রতিষ্ঠান-কে নিয়োজিত করা যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান ও মূল্যায়ন এবং চূড়ান্তকরণ

অংশ-১

গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান ও দাখিল: সাধারণ নির্দেশনা

১৩। **গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান প্রক্রিয়া।**—(১) প্রতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭ এ উল্লিখিত গবেষণার পরিধি অনুযায়ী গবেষণার শিরোনাম বা বিষয় উন্মুক্ত রেখে অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা বাছাইকৃত ক্ষেত্র বা বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণার নিমিত্ত গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত ন্যূনতম ২ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা ১টি ইংরেজি), কমিশনের ওয়েব পোর্টালে এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করা হবে।

১৪। **গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো এবং দাখিল প্রক্রিয়া।**—(১) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়ে বা উন্মুক্ত বিষয়ে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের বিপরীতে প্রস্তুতকৃত কর্মপরিধি ও প্রস্তাব দাখিলের সংশ্লিষ্ট কাঠামো বা ফরম্যাট অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাবনা (কারিগরি এবং আর্থিক) দাখিল করতে হবে এবং ক্ষেত্রমতে, বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত বা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি গবেষণা প্রস্তাবনার সাথে জমা দিতে হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত দাখিলতব্য গবেষণা প্রস্তাবনায় অন্ততপক্ষে (তবে সীমাবদ্ধ নয়) গবেষণার শিরোনাম বা বিষয় (Title of the Research); গবেষণা পরিধি (Scop of Research/Study); ভূমিকা (Introduction); সমস্যার বর্ণনা (Statement of the Problem); গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of the Research/Study); গবেষণার যৌক্তিকতা (Justification of the Research/Study); সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literature); গবেষণা পদ্ধতি (Methods of the Research/Study), Sample or Survey Design and Procedure, Methods of Data Collection এবং Data Analysis Plan সহ কর্ম পরিকল্পনা (Work Plan); গবেষণার সময়সীমা (Gantt Chart); গবেষণার আর্থিক প্রস্তাবনা; প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Output); ডেলিভারেবলস (Deliverables) এবং গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography/ References) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৩) আর্থিক প্রস্তাবনা আবশ্যিকভাবে পৃথক খামে সিলগালা করে দাখিল করতে হবে।

(৪) যে বিষয়ে ইতিপূর্বে কোনো গবেষণা হয়েছে বা গবেষণা চলমান রয়েছে, সে একই বিষয়ে কোনো গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দেয়া যাবে না; তবে কোনো গবেষণার ফলাফলের ওপর বৃহৎ পরিসরে কিংবা ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করা যাবে।

(৫) গবেষণা প্রস্তাবনা ইংরেজি ভাষায় দাখিল করতে হবে।

(৬) প্রস্তাবিত গবেষণা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে দাখিল করা হয়নি মর্মে গবেষণা প্রস্তাবনার সাথে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।

(৭) গবেষণা প্রস্তাবনা প্লেজিয়ারিজম টেস্ট (Plagiarism Test) এ উত্তীর্ণ হতে হবে।

(৮) সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আওতায় এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা অনুযায়ী গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৩ এ বর্ণিত বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজন হবে না, উক্তরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান কমিশনের লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মপরিধি, সংশ্লিষ্ট ফরম্যাটসমূহ এবং কমিশনের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদিসহ সরাসরি কমিশনে গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করতে পারবে।

অংশ-২

গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই ও মূল্যায়ন: সাধারণ

১৫। **গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি**।—(১) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৩ এবং ১৪ এর আওতায় তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য দাখিলকৃত গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই ও মূল্যায়ন, গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং গবেষণার সুপারিশ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণের নিমিত্ত কমিশন উহার সচিব বা একজন পরিচালককে সভাপতি, কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারি ও বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ২(দুই) জন গবেষক বা বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে মনোনিত করে "গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি", অতপর মূল্যায়ন কমিটি বলে উল্লিখিত, শিরোনামে ৫(পাঁচ) থেকে সাধারণভাবে ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে।

(২) মূল্যায়ন কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পাদন করবে, যথা:—

(ক) গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই ও মূল্যায়ন করবে এবং কমিশনের নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(খ) সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আওতায় গবেষণার নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাইপূর্বক কমিশনের নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(গ) সময়ে সময়ে তহবিলের অর্থায়নে চলমান গবেষণা কার্যের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে;

(ঘ) গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামতসহ কমিশনের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(ঙ) কমিশন কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণপূর্বক কমিশনের নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(চ) ন্যূনতম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি সভা করবে;

(ছ) কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে উহার সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করবে;

(জ) তৎকর্তৃক গঠিত কোনো উপ-কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করবে;

(ঝ) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত গবেষণা বিষয়ক অন্য যে কোনো দায়িত্ব সম্পাদন করবে;

(ঞ) মূল্যায়ন কমিটি কমিশনের যেকোনো কর্মকর্তাকে কমিটিতে Co-opt করতে পারবে।

(৩) মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ এ নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে বাছাই ও মূল্যায়ন করে যোগ্য গবেষক বা গবেষণা প্রস্তাবনা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করবে।

(৪) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মূল্যায়ন কমিটির কমিশন বহির্ভূত ১(এক) জন সদস্যসহ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।

(৫) কমিশন মূল্যায়ন কমিটি গঠনের সময় উক্ত কমিটির একজন সদস্যকে উহার সদস্য-সচিব হিসেবে মনোনিত করবে।

(৬) কমিশন বর্ণিত মূল্যায়ন কমিটি সময়ে সময়ে পুনর্গঠন করতে পারবে।

(৭) কোনো বিশেষ গবেষণা প্রস্তাবনা বা চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটিতে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর সদস্যবৃন্দ ব্যতীত সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১৬। **গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক বাছাই।**—(১) কমিশনে দাখিলকৃত প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবনার উপযুক্ততা বিজ্ঞাপনে চাহিত গবেষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা বা ক্ষেত্রমতো, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা, গবেষণার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলীর ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক বাছাই করতে হবে।

(২) গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়নে এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার কাঠামো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

(৩) বিজ্ঞাপন বা এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার কোনো বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করা হলে উহা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১), (২) এবং (৩) অনুসরণক্রমে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যোগ্যতম গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ বাছাইপূর্বক প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

১৭। **গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়ন।**—(১) প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবনা "গবেষকের প্রোফাইল" বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল", "কারিগরি প্রস্তাবনা" এবং "আর্থিক প্রস্তাবনা" এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন করতে হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে বরাদ্দকৃত মোট নম্বর হবে ১০০; যার মধ্যে "গবেষকের প্রোফাইল" বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল" মূল্যায়নে ২০ নম্বর; "কারিগরি প্রস্তাবনা" মূল্যায়নে ৬০ নম্বর এবং "আর্থিক প্রস্তাবনা" মূল্যায়নে ২০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

(৩) বিজ্ঞাপনে চাহিত গবেষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা বা ক্ষেত্রমতো, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা, গবেষকের গবেষণার অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ জনবল, গবেষকের প্রকাশনা, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত "গবেষকের প্রোফাইল মূল্যায়ন কাঠামো " বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল মূল্যায়ন কাঠামো" অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে "গবেষকের প্রোফাইল" বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল" মূল্যায়ন করতে হবে।

(৪) গবেষকের প্রোফাইল বা ক্ষেত্রমতো, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল মূল্যায়নে উত্তীর্ণের জন্য ন্যূনতম নম্বর হবে ৭০% বা ১৪।

(৫) বিজ্ঞাপনে চাহিত গবেষণার কারিগরি প্রস্তাব, প্রস্তাবনার ছক বা কাঠামো ও অন্যান্য দলিলাদি এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলীর ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত "কারিগরি প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কাঠামো" অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে "কারিগরি প্রস্তাবনা" মূল্যায়ন করতে হবে।

(৬) কারিগরি প্রস্তাবনা মূল্যায়নে উত্তীর্ণের জন্য ন্যূনতম নম্বর হবে ৭০% বা ৪২।

(৭) মূল্যায়ন কমিটির প্রত্যেক সদস্য পৃথকভাবে প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবনার "গবেষকের প্রোফাইল" বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল" এবং "কারিগরি প্রস্তাবনা" মূল্যায়ন করবেন।

(৮)"গবেষকের প্রোফাইল" বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল" মূল্যায়নে মূল্যায়ন কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের গড় হবে কোনো প্রস্তাবনার বিপরীতে "গবেষকের প্রোফাইল" মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বর।

(৯) "কারিগরি প্রস্তাবনা" মূল্যায়নে মূল্যায়ন কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের গড় হবে কোনো গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে "কারিগরি প্রস্তাবনা" মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বর।

(১০) গবেষকের প্রোফাইল বা ক্ষেত্রমতো, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল মূল্যায়ন এবং কারিগরি প্রস্তাবনা মূল্যায়নে যুগপৎভাবে (simultaneously) উত্তীর্ণ গবেষণা প্রস্তাবনা সমূহের আর্থিক প্রস্তাবনাসমূহ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত এবং মূল্যায়ন করতে হবে।

(১১) উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর অধীন উন্মুক্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহের সর্বনিম্ন মূল্যায়িত আর্থিক প্রস্তাবকে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সর্বোচ্চ নম্বর প্রদান করতে হবে এবং অন্যান্য প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আনুপাতিক ক্রমহ্রাসমান হারে নম্বর প্রদান করতে হবে, সর্বনিম্ন আর্থিক প্রস্তাবের তুলনায় যে হারে অন্যান্যদের আর্থিক প্রস্তাব অধিক হবে সে হারে প্রদেয় নম্বর হ্রাস পেতে থাকবে। তবে গবেষণার শিরোনাম ও বিষয় উন্মুক্ত রেখে আহ্বানকৃত গবেষণা প্রস্তাবনার আর্থিক প্রস্তাবের যৌক্তিকতা, যুক্তসজ্ঞাত, ন্যায্যতা, প্রস্তাবিত কার্যপরিধির সাথে আর্থিক প্রস্তাবের সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত "আর্থিক প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কাঠামো" অনুযায়ী আর্থিক প্রস্তাবনাসমূহ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে।

১৮। গবেষণা প্রস্তাবনার কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন চূড়ান্তকরণ।—(১) "গবেষকের প্রোফাইল" বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল" মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর, "কারিগরি প্রস্তাবনা" মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর এবং "আর্থিক প্রস্তাবনা" মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটি তাদের সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন চূড়ান্ত করে কমিশনের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(২) কোনো গবেষণা প্রস্তাবনা "গবেষকের প্রোফাইল" বা ক্ষেত্রমতো, "গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের প্রোফাইল", "কারিগরি প্রস্তাবনা" এবং "আর্থিক প্রস্তাবনা" মূল্যায়নে সমন্বিতভাবে ন্যূনতম ৭০% নম্বর প্রাপ্ত হলে তা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির "সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ" হিসেবে গণ্য হবে।

(৩) কোনো গবেষণা প্রস্তাবনার কারিগরি প্রস্তাব বা আর্থিক প্রস্তাবের কোনো বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটির কোনো পর্যবেক্ষণ বা মতামত থাকলে উহা সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

(৪) মূল্যায়ন কমিটি কোনো গবেষণা প্রস্তাবনা গ্রহণের অনধিক ২১ (একুশ) কর্মদিবসের মধ্যে তাদের সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন চূড়ান্ত করত কমিশনে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে।

অংশ-৩

গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা এবং কমিশন কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ, ইত্যাদি

১৯। গবেষণা প্রস্তাবনার ওপর উপস্থাপনা প্রদান।—(১) মূল্যায়ন কমিটির সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ সমন্বিত আর্থিক ও কারিগরি নম্বর প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবনার ওপর গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনের সম্মুখে একটি উপস্থাপনা প্রদান করতে হবে। তবে গবেষণার শিরোনাম ও বিষয় উন্মুক্ত রেখে আহ্বানকৃত গবেষণা প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে "সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ" প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবনার ওপর গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপনা প্রদান করতে হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত উপস্থাপনার পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(৩) গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা সভায় গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান উহার গবেষণা প্রস্তাবনা কমিশনে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করবেন।

(৪) গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা সভায় গবেষণার কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব এবং মূল্যায়ন কমিটির মতামত ও সুপারিশসহ সকল বিষয়ে একত্রে আলোচনা হবে।

(৫) সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন এবং কমিশন কর্তৃক উপস্থাপনা মূল্যায়ন বিবেচনায় গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত চূড়ান্ত গবেষণা প্রস্তাবনা (কারিগরি এবং আর্থিক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(৬) উপস্থাপিত গবেষণা প্রস্তাবনা কমিশনের মূল্যায়নে সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে বা উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীন সংশোধিত চূড়ান্ত গবেষণা প্রস্তাবনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল না করা হলে কমিশন উপস্থাপিত যে কোনো গবেষণা প্রস্তাবনা বাতিল করতে পারবে এবং ক্ষেত্রমতো, ক্রমানুসারে পরবর্তী সর্বোচ্চ স্কোরপ্রাপ্ত প্রস্তাব কমিশনের সামনে উপস্থাপনের জন্য আহবান করা যাবে।

২০। **গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন**।—(১) অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীন সংশোধিত চূড়ান্ত গবেষণা প্রস্তাবনা (কারিগরি এবং আর্থিক) প্রাপ্তির পর গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় কমিশন কোনো গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ বা অনুমোদন বা চুক্তি স্বাক্ষর বা কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
গবেষণার ধরন এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া

২১। **গবেষণার ধরন**।—(১) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার আওতায় তহবিলের অর্থায়নে নিম্নোক্ত গবেষণা কার্য সম্পাদন করা হবে; যথাঃ—

(ক) ব্যক্তি গবেষণা;

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা; এবং

(গ) রিসার্চ ইন্টার্নশিপ।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত গবেষণাসমূহের ক্ষেত্রে এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রযোজ্য সাধারণ নির্দেশনা এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কার্যপ্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত গবেষণা কার্য ব্যতীত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর অধীন প্রযোজ্য পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবার আওতায় দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনো বিষয়ে গবেষণা কার্য সম্পাদন করা যাবে।

সপ্তম অধ্যায়
ব্যক্তি গবেষণা

২২। **ব্যক্তি গবেষণার উদ্দেশ্য**।—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ বর্ণিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যক্তিভিত্তিক গবেষকের মাধ্যমে এনার্জি ক্ষেত্রে গভীর অনুসন্ধানমূলক গবেষণার মাধ্যমে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ ধরনের গবেষণা কার্য সম্পাদন করা হবে।

২৩। ব্যক্তি গবেষকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।—(১) গবেষকের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

(২) গবেষককে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ কর্মরত থাকতে হবে।

(৩) গবেষকের ন্যূনতম এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রি বা সমরূপ ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা গবেষণা কার্যক্রমে ন্যূনতম ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(৪) গবেষকের খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বা দেশিয় জার্নালে মুখ্য অথর (Author) হিসেবে ন্যূনতম ২ (দুই) টি প্রকাশিত গবেষণা কর্ম থাকতে হবে। তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের জার্নালে ন্যূনতম ২ (দুই)টি প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকা গবেষকদের এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিক সাইটেশন (Citation) থাকা গবেষকদের গবেষণা প্রস্তাবনা অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২৪। ব্যক্তি গবেষণার আর্থিক মঞ্জুরির পরিমাণ।—কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তি গবেষণার আর্থিক মঞ্জুরি বা ব্যয়ের পরিমাণ গবেষণার আওতা ও কর্মপরিধি এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধি বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

২৫। ব্যক্তি গবেষণা প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াকরণ।—(১) গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিলের অনুরোধ সংবলিত কর্মপরিধি অনুযায়ী আবেদনকারীগণকে তাদের সর্বোত্তম কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিলের জন্য আহ্বান জানানো হবে।

(২) গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক বাছাইপূর্বক প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নপূর্বক ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণকে প্রাথমিকভাবে গবেষণার জন্য নির্বাচন বা সুপারিশ করতে হবে।

(৩) মূল্যায়ন কমিটির কারিগরি মূল্যায়নে সুপারিশকৃত প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবের ওপর গবেষক কর্তৃক কমিশনে উপস্থাপনা প্রদান করতে হবে এবং কারিগরি মূল্যায়ন ও উপস্থাপনা মূল্যায়নের ভিত্তিতে গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন ও চূড়ান্ত করতে হবে।

২৬। নির্বাচিত ব্যক্তি গবেষকের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং শর্তাবলি।—(১) নির্বাচিত ব্যক্তি গবেষককে কমিশনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে হবে, তবে গবেষণা সম্পাদনের সর্বোচ্চ সময়সীমা চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছরের বেশি হবে না।

(২) ব্যক্তি গবেষক এবং কমিশনের মধ্যে প্রযোজ্য টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে এবং স্ট্যাম্পের অর্থ গবেষক কর্তৃক প্রদান করতে হবে।

(৩) কমিশনের পক্ষে কমিশনের সচিব চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর করবেন; উক্তরূপ চুক্তিপত্রের একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট কমিশন সংরক্ষণ করবে এবং ব্যক্তি গবেষককে সরবরাহ করবে।

(৪) ব্যক্তি গবেষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদান করবেন এবং তার সাথে কমিশনের সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হবে।

(৫) ব্যক্তি গবেষক কমিশনে তাঁর একটি গবেষণা চলাকালীন অন্য একটি গবেষণার জন্য কমিশনে আবেদন করতে পারবেন না।

(৬) গবেষণা কার্যক্রম শুরুর পর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণ ব্যতিত কোনোভাবেই গবেষণায় বিরতি দেয়া যাবে না।

(৭) গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে ব্যক্তি গবেষক কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনে গবেষক দল গঠন বা সহায়ক জনবল নিয়োজিত করা যাবে।

(৮) ব্যক্তি গবেষক এতদসংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ক্ষেত্রমতো, প্রতি ১(এক) মাস বা ৩(তিন) মাস অন্তর কমিশনের নিকট অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(৯) গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন যেকোনো সময়ে সংশ্লিষ্ট পরিবীক্ষণ কমিটি বা কমিশনের কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে পারবেন।

২৭। **ব্যক্তি গবেষক কর্তৃক ডেলিভারেবলস্ (Deleverables)**।—ব্যক্তি গবেষক কর্তৃক চুক্তিপত্রে নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী Inception Report, Interim Report, ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

২৮। **সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন**।—দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টের ওপর কমিশনের সম্মতিক্রমে এবং নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে গবেষকের ব্যবস্থাপনায় একটি সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে, যার যাবতীয় ব্যয় গবেষণা প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত মর্মে গণ্য হবে।

২৯। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল**।—(১) অনুচ্ছেদ ২৮ এ উল্লিখিত সেমিনার বা ওয়ার্কশপ হতে প্রাপ্ত যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টে প্রতিফলনপূর্বক ব্যক্তি গবেষক কর্তৃক চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন সম্পাদিত চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে।

(২) ব্যক্তি গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত সকল গবেষণা প্রতিবেদন (Inception Report, Interim Report, ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন) সর্বাবস্থায় প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism) বর্জিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা ক্ষেত্রমতো, কমিশন কর্তৃক গবেষণা প্রতিবেদনের প্লেজিয়ারিজম টেস্ট (Plagiarism Test) করা হবে।

৩০। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো**।—এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৬৮ এ উল্লিখিত কাঠামো অনুসারে ব্যক্তি গবেষক কর্তৃক চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

৩১। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গ্রহণ ও অনুমোদন**।—(১) ব্যক্তি গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গ্রহণের পূর্বে তা এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার প্রযোজ্য বিধানাবলি অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে।

(২) মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশসহ চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক অনুমোদন ও গ্রহণের পর উহা ০৬(ছয়) কপি কালার প্রিন্ট আকারে বাঁধাই করে গবেষক কর্তৃক কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে। এছাড়া গবেষণা কার্য সংরক্ষণের জন্য অনুমোদিত গবেষণা প্রতিবেদনের সফট কপি সিডিতে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে।

৩২। **গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান বা বিল পরিশোধ।**—(১) গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ বা বিল এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ২৭ এ বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ এবং চুক্তি অনুযায়ী বিল দাখিল সাপেক্ষে ৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে, তবে প্রতি কিস্তিতে অর্থ প্রদানের পরিমাণ বা হার স্বাক্ষরিতব্য চুক্তি দ্বারা চূড়ান্ত করা হবে।

(২) উপরের অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ বা বিল প্রদানের পূর্বে দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ কমিশন কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী দাখিলকৃত Inception Report বা Intrim Report বা ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট বা চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি বা ক্ষেত্রমতো, গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি বা কমিশন কর্তৃক গঠিত পৃথক কোনো কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর কমিটির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন গ্রহণ, এবং গবেষণা মঞ্জুরি বা বিল প্রদানের অনুমোদনের নিমিত্ত কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা

অংশ-১

সমঝোতা স্মারক (MoU)

৩৩। **MoU এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার উদ্দেশ্য।**—দেশ বা বিদেশের স্বীকৃত সরকারি ও বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্য সামনে রেখে এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশন কর্তৃক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হবে।

৩৪। **MoU এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।**—(১) অনুচ্ছেদ ৩৩ অনুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(২) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই সুসংবদ্ধ (Well-Organized) জনবল কাঠামো থাকতে হবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় পিএইচডি বা সমরূপ ডিগ্রি বা দীর্ঘকালীন গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ জনবল থাকতে হবে।

৩৫। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য MoU এর আওতাভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান**—(১) স্বীকৃত দেশি বা বিদেশি সরকারি বা বেসরকারি সাধারণ বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা উক্তরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ বা গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বীকৃত সরকারি বা বেসরকারি গবেষণা বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান MoU এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আওতাভুক্ত হবে।

(২) উপযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত আগ্রহী কোনো প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালনার উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক (অবকাঠামোগত এবং কারিগরি) সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিনা তা এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকতার অনুচ্ছেদ **১৫** এর আওতায় গঠিত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাইকরত একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

৩৬। **MoU এর আওতায় Collaborative Research**।—(১) কমিশনের সাথে MoU ভুক্ত দেশি এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর যৌথ Collaboration এ তহবিলের অর্থায়নে গবেষণা কার্য সম্পাদন বা MoU অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা হবে। তবে উক্তরূপ গবেষণার ক্ষেত্র হবে বাংলাদেশ।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন Collaborative Research এর ক্ষেত্রে MoU ভুক্ত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে সকল কর্ম সম্পাদন এবং সকল পাওনা গ্রহণের জন্য স্থানীয় বা দেশিয় বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে হবে। উক্ত স্থানীয় বা দেশিয় প্রতিনিধি এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হিসেবে Collaborative Research Proposal কমিশনে দাখিল করতে পারবেন, যেখানে উক্ত গবেষণায় MoU ভুক্ত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষকদের সম্পৃক্ততা, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকবে। কমিশন কর্তৃক গবেষণার ব্যয় বা বিল স্থানীয় বা দেশিয় প্রতিনিধির অনুকূলে স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হবে। তবে, স্থানীয় বা দেশিয় প্রতিনিধি প্রয়োজনে MoU ভুক্ত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিদেশি গবেষককে প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বিদেশি মুদ্রায় গবেষণার ব্যয় বা বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

৩৭। **MoU এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আর্থিক মঞ্জুরি বা ব্যয়ের পরিমাণ**।— MoU এর আওতায় কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আর্থিক মঞ্জুরি বা ব্যয়ের পরিমাণ গবেষণার আওতা, কর্মপরিধি ও ধরণ (যথা : Collaborative Research); মূল্যায়ন কমিটির নেগোসিয়েশন এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধি বিধান অনুযায়ী নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত গবেষণা প্রস্তাবনা (কারিগরি এবং আর্থিক) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৩৮। **MoU এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াকরণ**।—(১) কমিশনের সাথে MoU স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে কোনো নির্দিষ্ট গবেষণার জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিধির ভিত্তিতে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব প্রণয়ন ও দাখিলের জন্য আহ্বান জানানো হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাপ্তির পর, প্রস্তাবটি মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়ন করবে এবং একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছাবার নিমিত্তে মূল্যায়ন কমিটি ও MoU ভুক্ত নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কারিগরি বা আর্থিক বিষয়াদি, খসড়া চুক্তি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের সকল বিষয়ে একত্রে আলোচিত হবে।

(৩) অতঃপর মূল্যায়ন কমিটি নিগোসিয়েশন সভার কার্যবিবরণী এবং তাদের সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনে প্রাপ্তির পর MoU ভুক্ত নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা প্রস্তাবনা বিষয়ে কমিশনে একটি উপস্থাপনা প্রদান করতে হবে।

(৫) মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনার ভিত্তিতে MoU ভুক্ত নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করতে হবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা সভার আলোচনা অনুযায়ী MoU ভুক্ত নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত চূড়ান্ত গবেষণা প্রস্তাবনা (কারিগরি ও আর্থিক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর অধীন সংশোধিত চূড়ান্ত গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাপ্তির পর MoU ভুক্ত নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণের জন্য কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(৮) কমিশন সভায় কমিশন MoU ভুক্ত নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ বা অনুমোদন বা চুক্তি স্বাক্ষর বা কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩৯। **MoU এর আওতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং শর্তাবলি**—(১) নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কমিশনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে হবে। সাধারণভাবে MoU ভুক্ত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পাদনের সর্বোচ্চ সময়সীমা চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ২(দুই) বছরের বেশি হবে না। তবে কোনো বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে, গবেষণা সম্পাদনের সময়সীমা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কমিশন কর্তৃক কর্মপরিধি অনুযায়ী কেইস বাই কেইস নির্ধারণ করা যাবে।

(২) গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কমিশনের মধ্যে প্রযোজ্য পরিমাণ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে এবং স্ট্যাম্পের টাকা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করতে হবে।

(৩) কমিশনের পক্ষে কমিশনের সচিব চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন; উক্তরূপ চুক্তিপত্রের একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট কমিশন সংরক্ষণ করবে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করবে।

(৪) Collaborative Research এর ক্ষেত্রে MoU ভুক্ত প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট চুক্তির অধীন সকল দায় এবং নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন।

(৫) গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে তার সাথে কমিশনের সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হবে এবং গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৬) গবেষণা কার্যক্রম শুরুর পর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণ ছাড়া কোনোভাবেই গবেষণায় বিরতি দেয়া যাবে না।

(৭) গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাবনা মোতাবেক গবেষক দল বা প্রয়োজনীয় সহায়ক জনবল নিয়োগ করা যাবে।

(৮) গবেষণা প্রতিষ্ঠান এতদসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছকে প্রতি ১(এক) মাস বা ক্ষেত্রমতো, ৩(তিন) মাস অন্তর কমিশনের নিকট অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(৯) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো সময়ে সংশ্লিষ্ট কোনো কমিটি বা উপ-কমিটি বা এতদুদ্দেশ্যে কমিশনের কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে পারবেন।

৪০। **MoU এর আওতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডেলিভারেবলস্ (Deleverables)**।—গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিপত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে Inception Report, Interim Report, ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

৪১। **সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন**।—দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টের ওপর কমিশনের সম্মতিক্রমে এবং নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় একটি সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে, যার যাবতীয় ব্যয় গবেষণা প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত মর্মে গণ্য হবে।

৪২। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল**।—(১) অনুচ্ছেদ ৪১ এ উল্লিখিত সেমিনার বা ওয়ার্কশপ হতে প্রাপ্ত যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টে প্রতিফলনপূর্বক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন সম্পাদিত চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে।

(২) কমিশন কর্তৃক গবেষণা প্রতিবেদনের প্লেজিয়ারিজম টেস্ট (Plagiarism Test) করা হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত সকল গবেষণা প্রতিবেদন (Inception Report, Interim Report, ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন) প্লেজিয়ারিজম টেস্ট (Plagiarism Test) এ উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪৩। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো**।—এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৬৮ এ উল্লিখিত কাঠামো অনুসারে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

৪৪। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গ্রহণ ও অনুমোদন**।—(১) গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গ্রহণের পূর্বে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক তা মূল্যায়ন করা হবে।

(২) মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশসহ চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য কমিশনে উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন ও গ্রহণের পর উহা ৬(ছয়) কপি কালার প্রিন্ট আকারে বাঁধাই করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে। এছাড়া গবেষণা কার্য সংরক্ষণের জন্য গবেষণা প্রতিবেদনের সফট কপি সিডিতে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে।

৪৫। **গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান বা বিল পরিশোধ।**—(১) গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ বা বিল এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৪০ এ বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ এবং চুক্তি অনুযায়ী বিল দাখিল সাপেক্ষে ৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে, তবে প্রতি কিস্তিতে অর্থ প্রদানের পরিমাণ বা হার স্বাক্ষরিতব্য চুক্তি দ্বারা চূড়ান্ত করা হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ বা বিল প্রদানের পূর্বে দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ কমিশন কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৪০ অনুযায়ী দাখিলকৃত Inception Report বা Interim Report বা ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট বা চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি বা ক্ষেত্রমতো, গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি বা কমিশন কর্তৃক গঠিত পৃথক কোনো কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কমিটির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন গ্রহণ, এবং গবেষণা মঞ্জুরি বা বিল প্রদানের অনুমোদনের নিমিত্ত কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

অংশ-২

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা: সাধারণ

৪৬। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার উদ্দেশ্য।**—দেশ বা বিদেশের স্বীকৃত সরকারি ও বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্য সামনে রেখে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ ধরণের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

৪৭। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।**—(১) অনুচ্ছেদ ৪৬ এর অধীন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(২) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই সুসংবদ্ধ (Well-Organized) জনবল কাঠামো থাকতে হবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় পিএইচডি বা সমরূপ ডিগ্রী বা দীর্ঘকালীন গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ জনবল থাকতে হবে।

(৪) গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের প্রত্যায়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করতে হবে। উক্ত প্রত্যয়নে গবেষণা কার্যক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের Organizational Support বা Facilitation বিষয়ে উল্লেখ থাকতে হবে।

৪৮। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য আওতাভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান।**—স্বীকৃত দেশি বা বিদেশি সরকারি বা বেসরকারি সাধারণ বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা উক্তরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ বা গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বীকৃত সরকারি বা বেসরকারি গবেষণা বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আওতাভুক্ত হবে।

৪৯। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আওতায় Collaborative Research।**—(১) দেশি এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ Collaboration এ তহবিলের অর্থায়নে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কার্য সম্পাদন করা যাবে। তবে উক্তরূপ গবেষণার ক্ষেত্র হবে বাংলাদেশ।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন Collaborative Research এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে সকল কর্ম সম্পাদন এবং সকল পাওনা গ্রহণের জন্য স্থানীয় বা দেশিয় বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে হবে। উক্ত স্থানীয় বা দেশিয় প্রতিনিধি এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হিসেবে Collaborative Research Proposal কমিশনে দাখিল করতে পারবেন, যেখানে উক্ত গবেষণায় সম্পৃক্ত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষকদের সম্পৃক্ততা, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকবে। কমিশন কর্তৃক গবেষণার ব্যয় বা বিল স্থানীয় বা দেশিয় প্রতিনিধির অনুকূলে স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হবে। তবে, স্থানীয় বা দেশিয় প্রতিনিধি প্রয়োজনে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিদেশি গবেষককে প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বিদেশি মুদ্রায় গবেষণার ব্যয় বা বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

৫০। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আর্থিক মঞ্জুরি বা ব্যয়ের পরিমাণ।**—কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আর্থিক মঞ্জুরি বা ব্যয়ের পরিমাণ গবেষণার আওতা ও কর্মপরিধি এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৫১। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াকরণ।**—(১) গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিলের অনুরোধ সংবলিত কর্মপরিধি অনুযায়ী গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সর্বোত্তম কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিলের জন্য আহ্বান জানানো হবে।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিলকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালনার উপযোগি প্রাতিষ্ঠানিক (অবকাঠামোগত এবং কারিগরি) সুযোগ-সুবিধা রয়েছে কি-না তা এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে মূল্যায়ন কমিটি যাচাই করবে। এ লক্ষ্যে মূল্যায়ন কমিটি প্রয়োজনে গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক বাছাইপূর্বক প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

(৪) প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নপূর্বক ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ কারিগরি ও আর্থিক মান অর্জনকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন বা সুপারিশ করতে হবে।

(৫) মূল্যায়ন কমিটির কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ব সুপারিশকৃত প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনার ওপর গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনে উপস্থাপনা প্রদান করতে হবে এবং এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কারিগরি মূল্যায়ন ও কমিশন কর্তৃক উপস্থাপনা মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করতে হবে।

৫২। **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আওতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং শর্তাবলি।**—(১) নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কমিশনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে হবে। সাধারণভাবে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পাদনের সর্বোচ্চ সময়সীমা চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছরের বেশি হবে না। তবে কোনো বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে, গবেষণা সম্পাদনের সময়সীমা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কমিশন কর্তৃক কর্মপরিধি অনুযায়ী কেইস বাই কেইস নির্ধারণ করা যাবে।

(২) গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কমিশনের মধ্যে প্রযোজ্য পরিমাণ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে এবং স্ট্যাম্পের টাকা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করতে হবে।

(৩) কমিশনের পক্ষে কমিশনের সচিব চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন; উক্তরূপ চুক্তিপত্রের একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট কমিশন সংরক্ষণ করবে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করবে।

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

(৫) Collaborative Research এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা ইনস্টিটিউট বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান চুক্তির অধীন সকল দায় এবং নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন।

(৬) গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে তার সাথে কমিশনের সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হবে এবং গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৭) গবেষণা কার্যক্রম শুরুর পর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণ ছাড়া কোনোভাবেই গবেষণায় বিরতি দেয়া যাবে না।

(৮) গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাবনা মোতাবেক গবেষক দল বা প্রয়োজনীয় সহায়ক জনবল নিয়োগ করা যাবে।

(৯) গবেষণা প্রতিষ্ঠান এতদসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছকে প্রতি ১ (এক) মাস বা ক্ষেত্রমতো, ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিশনের নিকট অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(১০) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো সময়ে সংশ্লিষ্ট কোনো কমিটি বা উপ-কমিটি বা এতদুদ্দেশ্যে কমিশনের কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে পারবেন।

৫৩। **গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডেলিভারেবলস্ (Deleverables)।**—গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিপত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে Inception Report, Interim Report, ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

৫৪। **সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন।**—দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টের ওপর কমিশনের সম্মতিক্রমে এবং নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় একটি সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে, যার যাবতীয় ব্যয় গবেষণা প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত মর্মে গণ্য হবে।

৫৫। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল।**—(১) অনুচ্ছেদ ৫৪ এ উল্লিখিত সেমিনার বা ওয়ার্কশপ হতে প্রাপ্ত যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টে প্রতিফলনপূর্বক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন সম্পাদিত চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে।

(২) কমিশন কর্তৃক গবেষণা প্রতিবেদনের প্লেজিয়ারিজম টেস্ট (Plagiarism Test) করা হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত সকল গবেষণা প্রতিবেদন (Inception Report, Interim Report, ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন) প্লেজিয়ারিজম টেস্ট (Plagiarism Test) এ উত্তীর্ণ হতে হবে।

৫৬। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো।**—এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৬৮ এ উল্লিখিত কাঠামো অনুসারে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

৫৭। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গ্রহণ ও অনুমোদন।**—(১) গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গ্রহণের পূর্বে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক তা মূল্যায়ন করা হবে।

(২) মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশসহ চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য কমিশনে উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন ও গ্রহণের পর উহা ৬(ছয়) কপি কালার প্রিন্ট আকারে বাঁধাই করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে। এছাড়া গবেষণা কার্য সংরক্ষণের জন্য গবেষণা প্রতিবেদনের সফট কপি সিডিতে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে।

৫৮। **গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান বা বিল পরিশোধ।**—(১) গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ বা বিল এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৫৩ এ বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল সাপেক্ষে ৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে, তবে প্রতি কিস্তিতে অর্থ প্রদানের পরিমাণ বা হার স্বাক্ষরিতব্য চুক্তি দ্বারা চূড়ান্ত করা হবে।

(২) উপরের অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী গবেষণা মঞ্জুরীর অর্থ প্রদান বা বিল প্রদানের পূর্বে দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ কমিশন কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৫৩ অনুযায়ী দাখিলকৃত (Inception Report বা Interim Report বা ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট বা চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি বা ক্ষেত্রমতো, গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি বা কমিশন কর্তৃক গঠিত অন্য কোনো কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর কমিটির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন গ্রহণ, এবং গবেষণা মঞ্জুরি বা বিল প্রদানের অনুমোদনের নিমিত্ত কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

নবম অধ্যায়

রিসার্চ এসোসিয়েট

৫৯। রিসার্চ এসোসিয়েটশিপের উদ্দেশ্য।—তহবিলের অর্থে কমিশন কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গবেষণা সম্পাদনে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, জ্বালানী বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান এবং কমিশনের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসার্চ এসোসিয়েট নিয়োজিত করা হবে।

৬০। রিসার্চ এসোসিয়েট এর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।—(১) রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে আবেদনের জন্য আবেদনকারীর কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে খনি ও খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ, কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল বা পেট্রোলিয়াম বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমতুল্য সিজিপিএ এর ন্যূনতম স্নাতক (প্রকৌশল) ডিগ্রী অথবা ভূ-বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, খনিজ বিদ্যা, আইন, অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায়-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, মার্কেটিং, পরিসংখ্যান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ফলিত পদার্থবিদ্যা বা লোক প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমতুল্য সিজিপিএ এর ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রী থাকতে হবে। তবে গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

৬১। রিসার্চ এসোসিয়েট এর মেয়াদ।—রিসার্চ এসোসিয়েটশিপের মেয়াদ হবে অনধিক **১** (এক) বছর।

৬২। রিসার্চ এসোসিয়েট বাছাই প্রক্রিয়া।—(১) কমিশনে রিসার্চ এসোসিয়েট নিয়োজিতকরণের জন্য আবেদনের যোগ্যতা, দাখিলতব্য কাগজপত্র এবং অন্যান্য শর্ত ও বিষয় উল্লেখপূর্বক কমিশনের ওয়েব পোর্টালে এবং প্রয়োজনে, বহুল প্রচারিত ন্যূনতম ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা ১টি ইংরেজি) বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে।

(২) কমিশন কর্তৃক গঠিত অনধিক ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি "রিসার্চ এসোসিয়েট বাছাই" কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদনসমূহ প্রার্থীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল এবং বিজ্ঞাপনের শর্তের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই করত একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করবে।

(৩) কমিশনের ১ (এক) জন সদস্য এবং রিসার্চ এসোসিয়েট বাছাই কমিটির সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি "সাক্ষাৎকার বোর্ড" উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রণীত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর, প্রার্থির স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল এবং সাক্ষাৎকারের ফলাফলের ভিত্তিতে, রিসার্চ এসোসিয়েট বাছাই কমিটি প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসার্চ এসোসিয়েট নির্বাচন করে কমিশনের নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(৫) রিসার্চ এসোসিয়েট বাছাই কমিটির উক্ত প্রতিবেদন কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং কমিশন, রিসার্চ এসোসিয়েট বাছাই কমিটির সুপারিশ যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসার্চ এসোসিয়েট নিয়োজিত করবে।

৬৩। সমঝোতা স্মারক (MoU) এর মাধ্যমে রিসার্চ এসোসিয়েট নিয়োজিতকরণ।—(১) কমিশন ইচ্ছা পোষণ করলে দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্সটিটিউশন এর সাথে সমঝোতা স্মারক **(MoU)** স্বাক্ষরের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভালো ফলাফলকারী স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারিদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের Recommendation Letter এর ভিত্তিতে কমিশনে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে নিয়োজিত করা যাবে।

৬৪। রিসার্চ এসোসিয়েট তত্ত্বাবধান।—(১) রিসার্চ এসোসিয়েট এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য কমিশন রিসার্চ সুপারভাইজার নিয়োজিত করবে।

(২) রিসার্চ এসোসিয়েট প্রতি সপ্তাহে অন্তত ২ (দুই) দিন স্বশরীরে তাঁর কাজের অগ্রগতি রিসার্চ সুপারভাইজারকে অবহিত করবে। রিসার্চ সুপারভাইজার অধ্যয়নরত রিসার্চ এসোসিয়েটকে তাঁর ক্লাস রুটিন অনুযায়ী ক্লাসে উপস্থিত থাকার অনুমতি প্রদান করতে এবং প্রয়োজনে রিসার্চ এসোসিয়েটকে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন।

(৩) একজন রিসার্চ এসোসিয়েট ১ (এক) মাসের নোটিশে তাঁর রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ ত্যাগ করতে পারবেন। তবে, এক্ষেত্রে তাঁকে রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং তাঁর দায়িত্ব কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো রিসার্চ এসোসিয়েট বা কর্মকর্তাকে হস্তান্তর করতে হবে।

(৪) রিসার্চ এসোসিয়েট এর কার্যক্রম সন্তোষজনক না হলে কমিশন যে কোনো সময় রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ বাতিল করতে পারবে।

৬৫। রিসার্চ এসোসিয়েট এর সম্মানি।—(১) রিসার্চ এসোসিয়েট সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে তহবিল থেকে মাসিক সম্মানি পাবেন।

(২) রিসার্চ এসোসিয়েট তাঁর রিসার্চ সুপারভাইজারের সুপারিশ সংবলিত সম্মানি বিল তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় কর্তন সাপেক্ষে রিসার্চ এসোসিয়েটকে তাঁর সম্মানি একাউন্ট পেইয়ি চেকের মাধ্যমে প্রদান করবে।

(৩) একজন রিসার্চ এসোসিয়েট তাঁর রিসার্চ এসোসিয়েটশিপের মেয়াদকালে নির্ধারিত সম্মানি ব্যতিত কমিশন হতে অন্যকোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির দাবিদার হবেন না।

৬৬। রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ সার্টিফিকেট।—নির্ধারিত মেয়াদ শেষে একজন রিসার্চ এসোসিয়েট কমিশনের নিকট একটি রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং সন্তোষজনকভাবে রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ সমাপ্তকারী রিসার্চ এসোসিয়েটকে কমিশন কর্তৃক রিসার্চ এসোসিয়েটশিপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

দশম অধ্যায়

গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

৬৭। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।—(১) চলমান গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের নিমিত্ত কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিশন “গবেষণা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি”, অতপর “পরিবীক্ষণ কমিটি” বলে উল্লিখিত, শিরোনামে অনধিক ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে পারবে।

(২) কোনো গবেষণা কার্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের স্বার্থে কমিশন প্রয়োজনে, গবেষণা কার্যভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাও নিয়োগ করতে পারবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর আওতায় গঠিত পরিবীক্ষণ কমিটি বা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বা কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত পরিবীক্ষণ কমিটি বা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গবেষণা কার্য বা প্রকল্পে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং কমিশনকে অবহিত করবেন। এতদ্ব্যতিত, তিনি কোনো গবেষণা কার্য স্থবির হয়ে পড়লে বা গতিশীল না থাকলে গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন এবং দ্রুত কমিশনকে অবহিত করবেন।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর উল্লিখিত পরিবীক্ষণ কমিটি বা ক্ষেত্রমতো, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যক্তি গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময়ে সময়ে কমিশনে দাখিলকৃত গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশসহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করবেন এবং যা সময়ে সময়ে কমিশনে উপস্থাপন করতে হবে।

একাদশ অধ্যায়

গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান এবং কমিশন কর্তৃক গ্রহণ

৬৮। চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান।—(১) সকল প্রকার গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(২) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় গবেষণার শিরোনামের নীচে “বিইআরসি গবেষণা তহবিলের অর্থায়নে সম্পাদিত” কথাটি উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পদবি এবং প্রতিবেদন জমা প্রদানের সাল উল্লেখ করতে হবে।

(৩) গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষা হবে ইংরেজি; তবে প্রয়োজনে চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা যাবে।

(৪) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনে গবেষক বা গবেষকগণের প্রোফাইল বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনে অন্ততপক্ষে (তবে সীমাবদ্ধ নয়) Executive Summary (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়), Introduction; Background of the Research or Study; Objectives of the Research or Study; Methodology; Sample Design and Procedure and Methods of Data Collection; Existing Regulation; Global Practices; Research Gap between Bangladesh Standards and Global; Comments and Policy & Regulatory Recommendations from the Seminar/Workshop Conclusions/ Findings and Recommendations এবং References অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৫) গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে গবেষণার ফলাফল, সুপারিশ এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে কমিশনের করণীয় পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(৬) প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদন মৌলিক হতে হবে। গবেষণা প্রতিবেদন বা এর কোনো অংশ অপর কোনো প্রতিবেদন বা উৎস হতে আহরিত নয় মর্মে গবেষক বা গবেষক দলের সদস্যগণ প্রত্যয়ন করবেন।

(৭) গবেষণা সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত গবেষক কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে নিজ দায়িত্বে গবেষকগণকে উত্তর প্রদান বা প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

৬৯। চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন।—(১) কমিশনে দাখিলকৃত গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক কমিশনে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের নিমিত্ত অনধিক ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ **১৫** এর অধীন গঠিত মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(২) মূল্যায়ন কমিটি অন্ততপক্ষে (তবে সীমাবদ্ধ নয়) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনাক্রমে চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন, যথা:—

(ক) দাখিলকৃত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের প্লেজিয়ারিজম টেস্ট (Plagiarism Test) করতে হবে;

(খ) গবেষণার কার্যপরিধি অনুযায়ী গবেষণা কার্যসম্পাদিত হয়েছে কী-না;

(গ) গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কী-না;

(ঘ) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনটি কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করা যায় কী-না;

(ঙ) গবেষণার সুপারিশ বাস্তবায়নের কৌশল বা পদ্ধতি কী হবে;

(চ) গবেষণার সুপারিশ বাস্তবায়নে কমিশনের করণীয় কী;

(ছ) গবেষণার সুপারিশ বাস্তবায়নের বিদ্যমান কোনো আইন, নীতিমালা, বিধি, প্রবিধানমালা, কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস, পদ্ধতি বা গাইডলাইন্স ইত্যাদি প্রণয়ন বা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কী-না; ইত্যাদি।

(৩) মূল্যায়ন কমিটি চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রাপ্তির অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী মূল্যায়ন করত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনের নিকট জমা প্রদান করবেন।

(৪) দাখিলকৃত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনটি অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক তথ্য বা কোনো অধ্যায় বা গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে বা মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়নে প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism) প্রমাণিত হলে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গবেষণা মঞ্জুরি বাতিলপূর্বক, মঞ্জুরিকৃত বা গৃহীত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৫) গবেষণা প্রতিবেদনে প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism) প্রমাণিত হলে উক্ত গবেষক বা গবেষণা দলের সদস্যগণ পরবর্তীতে কমিশনের যে কোনো গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে অযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

৭০। **চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গ্রহণ ও অনুমোদন**।—(১) মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনে প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন কমিশনে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) সংশ্লিষ্ট গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কমিশনের সামনে চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

(৩) কমিশন, কমিশন সভায় চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন গ্রহণ এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কমিশন কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা

৭১। কমিশন কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা।—(১) তহবিলের অর্থে এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অন্যান্য বিধানাবলির আওতায় নির্ধারিত কোনো বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থপনায় গবেষণা কার্য সম্পাদন করা যাবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত গবেষণা কার্য সম্পাদনে কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে কমিশন একটি গবেষণা দল গঠন করবেন।

(৩) এক্ষেত্রে গবেষণার কর্মপরিধি ও দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুতপূর্বক গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই ও মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রস্তাবনাটি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গবেষণা স্বত্ব এবং প্রকাশনা, ইত্যাদি

৭২। **গবেষণার স্বত্ব** ।—তহবিলের অর্থায়নে সম্পাদিত সকল গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব কমিশনের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

৭৩। **গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা**।—(১) বিইআরসি গবেষণা তহবিলের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পাদিত বিধায় সম্পাদিত গবেষণার বিষয়ে প্রকাশনা গ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ বা সেমিনার আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(২) কমিশনের অনুমতি ব্যতীত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত কোনো মতামত বা প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাবে না।

(৩) গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হবে। কমিশন কর্তৃক কোনো গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে উহাতে সংশ্লিষ্ট গবেষক বা গবেষকগণের নাম উল্লেখ থাকবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গবেষক জাতীয় বা আন্তর্জাতিক (Peer Reviewed) কোনো জার্নালে গবেষণা আর্টিকেল প্রকাশের জন্য কমিশনে জমা প্রদান করতে পারবেন।

(৫) কমিশনের সম্মতি সাপেক্ষে গবেষক নিজ উদ্যোগেও গবেষণার ফলাফলের উপর লিখিত গবেষণা আর্টিকেল কোনো দেশি বা বিদেশি জার্নালে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করতে পারবেন। তবে, গবেষণা কর্ম কোনো দেশি বা বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হলে গবেষণার অর্থের উৎস সম্পর্কে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" এর নাম উল্লেখ করতে হবে।

(৬) সম্পাদিত গবেষণার ফলাফলের উপর গবেষক ইচ্ছাপোষণ করলে একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করে কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা বা সাময়িকীতে বা বিইআরসি জার্নালে প্রকাশ করতে পারবেন।

(৭) কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত কোনো গবেষণার ফলাফলের ওপর কমিশনের ব্যবস্থাপনায় Dissimination Workshop আয়োজন করা যাবে।

(৮) কমিশন যে কোনো সময় গবেষণার ফলাফল জনগুরুত্ব বিবেচনায় ব্যবহার করতে পারবে।

৭৪। **গবেষণা সংরক্ষণ**।—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা কমিশনের সকল গবেষণা কর্মের তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষক ও গবেষণা কর্মের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরত সংরক্ষণ করবেন।

(২) প্রতিটি গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সফট কপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং একটি হার্ডকপি কমিশনের লাইব্রেরিতে জমা করতে হবে। এছাড়া প্রতি অর্থবছর সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ কমিশন কর্তৃক বই আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে।

চর্তুদশ অধ্যায়

বিবিধ

৭৫। সম্মানি।—(১) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার আওতায় গঠিত বিভিন্ন নিয়মিত কমিটি বা উপ-কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত কোনো কমিটি বা উপ-কমিটির সদস্যগণ, রিসার্স সুপারভাইজার বা কমিশনের গবেষণা দল বা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বা গবেষণা সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তাকে কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রদান করা হবে।

(২) কোনো ব্যক্তি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বা জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বা ভোক্তা কর্তৃক সরাসরি বা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দাখিলকৃত গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয়সমূহ থেকে কমিটির বাছাইয়ে নির্বাচিত গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয় দাখিলকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রদান করা যেতে পারে।

(৩) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার আওতায় কোনো গবেষণা কার্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা সরকারি বিধি মোতাবেক তহবিল থেকে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন।

৭৬। নিরীক্ষা।—(১) কমিশন বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তহবিলের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং নিবন্ধিত কোনো চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মের দ্বারা উহা পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পৃথকভাবে নিরীক্ষা করিয়ে তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন যথাশীঘ্র সম্ভব কমিশনে উপস্থাপন করবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে তহবিল সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি বিস্তারিত সন্নিবেশ করতে হবে।

৭৭। তহবিল পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা এর ব্যাখ্যা।—(১) এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার কোনো বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে তৎসম্পর্কে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২৬ কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পর বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২২ রহিত হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উক্ত রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা চলমান কোনো কার্য এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা এর অধীন কৃত, গৃহীত বা চলমান বলে গণ্য হবে; এবং

(খ) গৃহীত কার্যধারা বা সূচীত কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকলে তা এমনভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে যেন তা এ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার অধীন গৃহীত বা সূচীত হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার
সচিব, বিইআরসি।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd